

**সফটওয়্যার এর স্বত্বাধিকারের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে**  
**Why Software Should Not Have Owners**  
**মূল: রিচার্ড এম স্টলম্যান**  
**অনুবাদ: মামুন মুনতাসির (শিপার)**

বর্তমান বিশ্বে তথ্যকে সহজে কপি এবং পরিবর্তন করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির অবদান অনেক। কম্পিউটার আমাদের এই কাজগুলোকে দারুণভাবে সহজ করে দেয়।

অথচ তথ্য পরিবর্তন ও কপি করার প্রক্রিয়াটি সহজ হোক এটা সকলেই চায় না। স্বত্ব প্রদানের ব্যবস্থা সফটওয়্যারের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। সফটওয়্যারের স্বত্বাধিকারীরা তাদের সফটওয়্যারের দরকারী সুবিধাগুলোকে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে রাখতে চান। তাদের উদ্দেশ্য-সাধারণ ব্যবহারকারীদের ব্যবহৃত সফটওয়্যারগুলোর কপি ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা একমাত্র তাদের হাতেই থাকুক।

স্বত্বাধিকারের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা বেড়ে উঠেছে প্রিন্টিং এর সঙ্গে। প্রিন্টিং প্রযুক্তি কোনো কিছুকে প্রচুর পরিমাণে কপি করার সুবিধা দেয়। আর স্বত্ব প্রদান করে এই সুবিধা অল্প কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়। ফলে সাধারণ ব্যবহারকারীরা প্রিন্ট করার অবাধ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হন। অর্থাৎ এখানে স্বত্ব প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যবহারকারীর স্বাধীনতা হরণ করা। আবার সব ক্ষেত্রে স্বত্ব ব্যবস্থা ব্যবহারকারীর স্বাধীনতা খর্ব করে না। যেমন, বই এর ক্ষেত্রে স্বত্ব ব্যবস্থা বই এর পাঠকদের কাছ থেকে স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে না। এখানে একজন পাঠক যার ছাপাখানা নেই তিনি কালি এবং কলম দিয়ে বইয়ের অনুলিপি তৈরী করতে পারেন।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ছাপাখানার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক। যখন তথ্য ডিজিটাল আকারে থাকে, তখন তা একজন খুব সহজে কপি করতে এবং অন্যের সঙ্গে বিনিময় করতে পারেন। এই ভীষণ সুবিধা স্বত্ব প্রদানের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা যায়। তাই সফটওয়্যারের উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় অত্যন্ত নোংরা ও জঘন্যভাবে। এ ব্যাপারে আমেরিকার সফটওয়্যার পাবলিশারস এসোসিয়েশনের (SPA) নিবোক্ত চারটি পদক্ষেপ বিবেচনা করুন:

- (১) সফটওয়্যার মালিকরা চান না আপনি আপনার বন্ধুকে সফটওয়্যার দিয়ে সাহায্য করুন। তাই আপনার বন্ধুকে সাহায্য করা হচ্ছে একটি অন্যায় কাজ— এমন নিন্দিত গণপ্রচারণা।
- (২) যেসব ব্যক্তি তাদের সহকর্মী এবং প্রতিবেশীদের সফটওয়্যার সম্পর্কে গোপন তথ্য সরবরাহ করে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করা।
- (৩) স্কুল এবং অফিস-আদালতের সফটওয়্যার সম্পর্কে পুলিশের সাহায্যে তদন্ত কার্যক্রম চালানো। তাদের সফটওয়্যার যে অবৈধ কপি নয়, তা প্রমাণ করতে হয় এই তদন্তে।
- (৪) সাধারণ ব্যবহারকারীদের বিচারকাজ (এসপিএ'র অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক), যেমন এমআইটিয়ের ডেভিড ম্যাকিয়া। তিনি সফটওয়্যার কপি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হননি। বরং তিনি তার ব্যবহৃত সফটওয়্যারের কপি করার সুবিধা গোপন রাখেননি বলে উল্লেখ করা হয়।

এসপিএ'র উপরের চারটি পদক্ষেপই আমাদেরকে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুসৃত নীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানে নিষিদ্ধ কপি প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যেকটি কপি করার যন্ত্রের সঙ্গে একজন রক্ষী অবস্থান করত। এ অবস্থায় প্রত্যেককে গোপনে তথ্য কপি করতে হতো এবং তা হাতে হাতে বিনিময় হতো। কিন্তু এখানে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো—সোভিয়েত ইউনিয়নে তথ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, আর বর্তমান বিশ্বে এর উদ্দেশ্য মুনাফা। তথ্য সংক্রান্ত সহযোগিতার পথে বাধা সৃষ্টি করা—সেটা যে উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন, তা আমাদেরকে একই নির্মমতা ও সমস্যার মুখোমুখি করে।

আমরা কিভাবে সফটওয়্যার বা তথ্য ব্যবহার করব তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সফটওয়্যার মালিকরা সবসময়ই কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেন। সেরকম কিছু যুক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

### কিছু বিশেষ সম্বোধন

জনসাধারণের ভাবনাকে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করার জন্য সফটওয়্যার মালিকরা কিছু নির্দিষ্ট শব্দের অপপ্রয়োগ করেন। যেমন, ‘জালিয়াতি’ (Piracy), ‘চুরি’; আর একটু উঁচু জাতের শব্দ হিসেবে ‘জ্ঞান সম্পত্তি’ (Intellectual property) এবং ‘ক্ষতি’। এগুলো আসলে করা হয় কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য টানার জন্য।

কোনো ভৌত বস্তু কখন সম্পত্তি হবে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা হলো—

—বস্তুটির মালিক আছে কি না,

—বস্তুটি মালিকের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া অন্যায় কি না,

—বস্তুটি নিয়ে নিলে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হন কি না।

একটি বস্তুর মালিক থাকলে এবং সেটি তার মালিকের কাছ থেকে কোন ধরনের বিনিময় ছাড়াই নিয়ে নিলে যদি মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে বস্তুটিকে আমরা সম্পত্তি বলে থাকি।

অথচ এই ধারণাটি কোন কিছুর কপি তৈরী করার ক্ষেত্রে সরাসরি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ কপি করলেও মূল জিনিসটি অটুট এবং অক্ষত থাকে। সেটি তার মালিকের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় না। এমন কি সেটির কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সফটওয়্যারের মালিকরা এই সম্পত্তির ধারণা সব জায়গায় যেকোনোভাবে প্রয়োগ করতে চান।

### অতিরঞ্জন

সফটওয়্যারের মালিকরা বলেন যে, যখন ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে প্রোগ্রাম কপি করে তখন তারা ‘ক্ষতি’ বা ‘অর্থনৈতিক দুর্ভোগ’ এর সম্মুখীন হন। কিন্তু ‘কপি করা’ একজন মালিকের উপর সরাসরি কোনো প্রভাব ফেলে না এবং কারোর জন্যই ক্ষতিকর নয়। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি কপি করার জন্য অর্থ প্রদান করে, আর সেক্ষেত্রে সফটওয়্যার মালিক ছাড়া অন্য কাউকে যদি অর্থ দেওয়া হয়; তাহলেই ক্ষতির ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য হতো।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, কোনো মানুষই কপি করার জন্য অর্থ প্রদান করে না। তারপরও সফটওয়্যারের মালিক কর্তৃপক্ষ ক্ষতি হিসাব করার সময় ধরে নেন—যদি প্রত্যেকেই একটি করে কপি কিনতো! সহজভাবে এটি অতিরঞ্জন ছাড়া কিছুই নয়।

### আইন

সফটওয়্যারের স্বত্বাধিকারীরা সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য সফটওয়্যার সংক্রান্ত আইনের ব্যবস্থা করেছেন। এর সাহায্যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে নির্মম শাস্তির হুমকী দিতে পারেন। তারা বলতে চান—সফটওয়্যারের ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত আইনও সমর্থন করে। অতএব এ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য মাস্তি খুব স্বাভাবিক। অর্থাৎ আইনে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তার সবই ন্যায্যসঙ্গত।

সফটওয়্যার আইন ভঙ্গের কারণে শাস্তি কতটুকু যৌক্তিক তা ভাবনার সুযোগ আমরা পাই না। বরং আমাদের চিন্তাধারাকে একটি নির্দিষ্ট অভ্যাসের দিকে ধাবিত করা হয়।

ভাবনার খোরাক যোগানোর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো—কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল সেটা আইন নির্ধারণ করে না। আইন শুধু এটুকুই বলতে পারে কোনটি আইনসম্মত আর কোনটি বেআইনী। যেমন, আজ থেকে চলিশ বছর আগে আমেরিকার অনেক অঙ্গরাজ্যেই কালো মানুষদের বাসের সামনের দিকে বসা আইনবিরোধী ছিল, এটা প্রত্যেক আমেরিকান জানে। অথচ বাসের সামনের দিকে বসা একটি ভুল বা খারাপ আচরণ হতে পারে না। এই উদাহরণ থেকে একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। সেটি হলো, একটি ভুল বা অনৈতিক আচরণকেও অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক সমর্থন দেওয়া যায় আইনের মাধ্যমে।

### সহজাত বা স্বাভাবিক অধিকার

একজন প্রোগ্রামের তার লেখা প্রোগ্রামের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক থাকে। এমনটা অনেক প্রোগ্রামার দাবি করেন। তারা এটাও বলেন যে, এই বিশেষ সম্পর্কের কারণে প্রোগ্রাম সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা অন্য যে কারো চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। এমন কী পৃথিবীর অবশিষ্ট অন্য যে কারো চেয়ে। (সাধারণত একটি কোম্পানীর হাতে সফটওয়্যারের স্বত্বটি থাকে, কিন্তু আমরা এরকম বৈষম্য থেকে মুক্তি চাই)।

প্রোগ্রাম লেখক আপনার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ—এটিকে যারা নৈতিকভাবে স্বতঃসিদ্ধ মনে করেন তাদেরকে আমি নিজের কথা বলতে চাই। আমি একটি উলেখযোগ্য সফটওয়্যারের প্রণেতা। তারপরও আমি এটাকে ভীষণ বাজে ব্যাপার বলে মনে করি। কিন্তু মানুষ যে সহজাত অধিকারের দাবিতে সহানুভূতি পেতে চায় তার কারণ দুটি:

একটি কারণ হলো জাগতিক বস্তুর সঙ্গে অতিরিক্ত সাদৃশ্য টানা। আমি নুডলস রান্না করার পর অন্য কেউ সেটা খেয়ে ফেললে আমি আপত্তি জানাব। এতে আমার রান্না করা নুডলস আমি নিজে খেতে পারব না। অন্যের আচরণ আমাকে এখানে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর সুবিধা দেয় তাকে। যেহেতু আমাদের মধ্যে যেকোনো একজন নুডলস খেতে পারবে, তাহলে কোনটিকে সমর্থন করা উচিত? অন্যের নুডলস খেয়ে ফেললে তাকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু একটি প্রোগ্রাম কপি করলে সেই প্রোগ্রাম যে ব্যবহার করছিল তাকে কি বঞ্চিত করা হয়? তাহলে নুডলস বা আমাদের পারিপার্শ্বিকের অন্য বস্তু এবং সফটওয়্যারকে একই দৃষ্টিতে বিচার করা যাচ্ছে না। এই পার্থক্যটুকু আমাদের সামনে তুলে ধরা নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গিকে বেশ বড় রকম ধাক্কা দেয়।

আর একটি ব্যাপার হলো, আপনি যখন আমার লেখা একটি প্রোগ্রাম চালাবেন বা বদলাবেন তখন তার প্রভাব সরাসরি পড়বে আপনার ওপর। আমার ওপর এর প্রভাব হবে অতি সামান্য। যদি আপনি আপনার বন্ধুকে প্রোগ্রামের একটি কপি দেন তাহলে তা আমাকে যতখানি স্পর্শ করবে, তারচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে আপনার এবং আপনার বন্ধুর ওপর। আপনাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা আমার থাকা উচিত নয়। কারোরই উচিত নয়।

দ্বিতীয় কারণটি হলো: বিভিন্ন ব্যক্তি বলেন যে, স্বত্বাধিকারীর সহজাত অধিকার (Natural Right) গ্রহণযোগ্য এবং এটি আমাদের সমাজের একটি অতিস্বাভাবিক ঐতিহ্য।

ইতিহাসের দিকে তাকালে এর বিপরীত মতটাকেই সত্যি বলে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের খসড়া তৈরীর সময় লেখক/রচয়িতাদের সহজাত বা স্বাভাবিক অধিকারের (Natural Right) ধারণা প্রস্তাব করা হয়েছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তা বাতিল হয়ে যায়। একারণে সংবিধান সহজাত অধিকারের বদলে স্বত্বাধিকারের (Copyright) একটি ব্যবস্থা অনুমোদন করে। এ ব্যবস্থা কোনো একটি বিষয়ে বা ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একজনকে (বা একটি কর্তৃপক্ষকে) সুযোগ দেওয়ার জন্য নয়। সংবিধান বলে, স্বত্বাধিকার একটি সাময়িক ব্যবস্থা। স্বত্বাধিকারের উদ্দেশ্য উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে উৎসাহ দেওয়া; রচয়িতা/প্রণেতাকে পুরস্কৃত করা নয়। স্বত্বাধিকার রচয়িতাকে পুরস্কৃত করে অন্যভাবে (বরং প্রকাশককে করে বেশি)। কিন্তু এর উদ্দেশ্য ছিল রচয়িতা বা প্রণেতাদের আচরণের পরিবর্তন করে বেশি। কিন্তু এর উদ্দেশ্য ছিল রচয়িতা বা প্রণেতাদের আচরণের পরিবর্তন করা। অর্থাৎ স্বত্বাধিকার পেলেই কেউ যেন নিজেকে মালিক মনে না করেন।

আমাদের সমাজে স্বত্বাধিকারের বর্তমান ঐতিহ্য হলো জনসাধারণের স্বাভাবিক অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। শুধুমাত্র জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরেই এই স্বত্ব ব্যবস্থাকে নতুনভাবে যাচাই করা উচিত।

### অর্থনীতি

সফটওয়্যারের মালিকানা থাকার পক্ষে চূড়ান্ত যুক্তি হতে পারে যে, মালিকানা ব্যবস্থা সফটওয়্যার তৈরী করার সংখ্যা বাড়াবে।

অন্যান্য যুক্তিগুলোর তুলনায় এটি বিষয়বস্তুর খানিকটা কাছাকাছি। এই যুক্তিটির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। সেটা হলো সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্ট করা। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, মানুষ যে কাজ করে ভালো পারিশ্রমিক পাবে সেটিই ভালোভাবে করবে। অর্থাৎ সফটওয়্যার তৈরীতে বা কিনতে

বেশি অর্থ খরচ করলেই ভালো সফটওয়্যার তৈরী হবে। কিন্তু অর্থ সংক্রান্ত এই যুক্তির মধ্যে একটি বড়সড় ঘাটতি আছে। এটি তৈরী করা হয়েছে মাত্র একটি ব্যাপার মাথায় রেখে। সেটি হচ্ছে পার্থক্য করার মত বিষয় একটিই। আর তা হলো, সফটওয়্যারের জন্য কী পরিমাণ অর্থ আমাদেরকে ব্যয় করতে হয়। তাছাড়া এখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে: যেকোনো ‘সফটওয়্যার তৈরী’ (Production of Software) বলতে বোঝায় সফটওয়্যারের মালিক আছে কি নাই। মালিকানা ছাড়া কোনো সফটওয়্যার তৈরী সম্ভব নয়—এমনটাই বোঝাতে চান স্বত্বাধিকারীরা।

মানুষ খুব সহজেই ব্যাপারটি গ্রহণ করতে পারে, কারণ এটি বস্তু সম্পর্কে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। আপনি খুব সহজেই ফাস্ট-ফুড দোকান থেকে এটি স্যান্ডউইচ নিজে টাকা খরচ করে কিনে খেতে পারেন অথবা আপনার বন্ধু আপনাকে খাওয়াতে পারে। আপনার এই দুই রকমভাবে স্যান্ডউইচ খাওয়ার মধ্যে একটাই পার্থক্য, সেটা খরচের বা অর্থের। এক্ষেত্রে স্যান্ডউইচটি আপনাকে কিনতে হোক বা না হোক সেটির স্বাদ একই থাকবে। এমনকী খাদ্যগুণেরও কোনো পরিবর্তন হবে না। আর স্যান্ডউইচটি কেবলমাত্র একবার আপনি খেতে পারবেন। স্যান্ডউইচ কেনার অর্থ ছাড়া আপনার ওপর প্রভাব ফেলার মত কিছু নেই, যেমন আপনি স্যান্ডউইচটি দোকান মালিকের কাছ থেকে কিনলেন না কি অন্য কারো কাছ থেকে।

এই কথাগুলো আমাদের চারপাশের যেকোনো বস্তুর জন্য প্রযোজ্য। বস্তুটির মালিক আছে কি নাই তা বস্তুটির প্রকৃতিকে কোনো পরিবর্তন করে না। আপনি বস্তুটি যদি একবার পেয়ে যান, তাহলেও মালিকানা প্রসঙ্গটির আর কোনো প্রভাব নেই।

কিন্তু যদি একটি সফটওয়্যারের মালিক থাকে, তাহলে সে ব্যাপারটি সফটওয়্যারের প্রকৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। এমনকী আপনি যদি একটি দাম দিয়ে কেনা সফটওয়্যার কপিও করেন তার ওপরও এর প্রভাব থেকে যায়। এখানে পার্থক্যটুকু শুধু অর্থের নয়। সফটওয়্যারের মালিকানা থাকার এই ব্যাপারটি সফটওয়্যার মালিকদেরকে এমন অনেক কিছু করতে উৎসাহিত করে যা সমাজের আসলেই কোনো প্রয়োজন নেই। এই অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো এমন অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে যা আমাদের সবাইকে স্পর্শ করে।

সমাজ তাহলে কী চায়? সমাজের প্রয়োজন সহজলভ্য তথ্য। এ সকল তথ্য সকল নাগরিকের কাছে সহজপ্রাপ্য হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কম্পিউটার প্রোগ্রামের কথা, যা শুধু ব্যবহার করার জন্য নয়; বরং পড়া, ঠিক করা, পরিবর্তন ও পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু সাধারণত সফটওয়্যারের মালিকরা আমাদের একটি ‘ব্ল্যাক বক্স’ (Black Box) সরবরাহ করেন, যা আমরা দেখতেও পারি না বা বদলাতেও পারি না।

সমাজের আর একটি দরকারী জিনিস হলো স্বাধীনতা। যখনই কোনো একটি প্রোগ্রামের মালিক থাকে তখনই ব্যবহারকারীরা ওই সফটওয়্যার দিয়ে তাদের ইচ্ছামত কাজকর্মের ব্যাপারে সমস্যা অনুভব করেন।

সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার হলো: এর নাগরিকদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী সহযোগিতার চেতনাকে উৎসাহিত করা। সফটওয়্যারের মালিকরা বলেন যে, আমাদের প্রতিবেশীকে স্বাভাবিকভাবে সহায়তা করা হচ্ছে ‘জালিয়াতি’ (Piracy)। এ ধরনের কথা বলে তারা সত্যিকার অর্থেই তারা আমাদের সমাজের সভ্য সামাজিক মূল্যবোধকে আঘাত করেন।

একারণেই আমরা বলতে চাই যে, ফ্রি সফটওয়্যার এর মূল ব্যাপারটি অর্থনৈতিক নয়, বরং স্বাধীনতাটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

সফটওয়্যার মালিকদের অর্থসংক্রান্ত যুক্তিটি একটি ভ্রান্ত ধারণা, কিন্তু আর্থিক ব্যাপারটি বাস্তব। কিছু মানুষ দরকারী সফটওয়্যার তৈরী করেন প্রোগ্রাম লেখার প্রতি ভালোবাসা থেকে, আনন্দ থেকে। কিন্তু তারা যে পরিমাণ সফটওয়্যার তৈরী করেন, তার চেয়ে বেশি সফটওয়্যার আমাদের প্রয়োজন হলে তাদের জন্য অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রায় দশ বছর ধরে ফ্রি সফটওয়্যার কর্মীরা অর্থ সংস্থানের জন্য বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা করে আসছেন। এ ব্যাপারে সফলতাও এসেছে। আমি বছরের পর বছর ধরে আমার লেখা ফ্রি সফটওয়্যারটির নির্দিষ্ট পরিবর্ধনের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে আসছি। প্রত্যেকটি পরিবর্ধন সফটওয়্যারটির পরবর্তী প্রকাশনার (Released version) সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এবং তা জনসাধারণের কাছে সুলভ ছিল। গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজনীয় এবং নির্দিষ্ট পরিবর্তনটি করে দেওয়ার জন্য আমাকে সম্মানী দিয়েছেন। আমি নিজে যেটাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি সেটা নিয়ে কাজ করিনি, বরং গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করেছি।

ফ্রি সফটওয়্যারের উন্নয়নের জন্য ‘ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশন’ একটি কর-মণ্ডকুফকৃত দাতব্য সংগঠন। এই সংস্থাটি জিএনইউ সিডি-রম, টি-শার্ট, ব্যবহারবিধি (Manual) এবং বিশেষ সুবিধা সম্বলিত সফটওয়্যার (Deluxe distributions) বিক্রি করে (যার সবকিছুই ব্যবহারকারীরা কপি করতে ও বদলাতে পারেন) অর্থ সংস্থান করে। এছাড়া অনুদানও গ্রহণ করে সংগঠনটি। বর্তমানে এই সংস্থাতে পাঁচজন প্রোগ্রামার আছেন। বিভিন্ন ফরম্যাশ (order) সামলানোর জন্য আছেন তিনজন কর্মকর্তা।

কিছু ফ্রি সফটওয়্যার ডেভেলপার বিভিন্ন সহায়তাসেবা (support) প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন। সিগনাস সাপোর্ট (Cygnus Support, একটি সফটওয়্যার কোম্পানী) বলছেন তাদের ৫০ জন কর্মীর (যখন এ প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল) মধ্যে শতকরা ১৫ শতাংশ কর্মী ফ্রি সফটওয়্যার সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত। একটি সফটওয়্যার কোম্পানীর জন্য যা একটি প্রশংসাসূচক পরিমাণ।

ইন্টেল, মটোরোলা, টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস এবং অ্যানালগ ডিভাইসেস প্রভৃতি কোম্পানী একত্রে সি প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য ফ্রি জিএনইউ কম্পাইলারের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করেছে। একই সময়ে এডা (Ada) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের প্রয়োজনীয় জিএনইউ কম্পাইলারের জন্য অর্থ সরবরাহ করছে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী। তারা মনে করছে মান সম্পন্ন কম্পাইলার তৈরীর জন্য এটিই সবচেয়ে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি। (কিছুদিন আগে বিমানবাহিনীর অর্থায়ন শেষ হয়ে গেছে। জিএনইউ এডা কম্পাইলার বর্তমানে তার সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আর এটির রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাণিজ্যিক ভিত্তিতেই সরবরাহ করা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা সবগুলো উদাহরণই ছোট। ফ্রি সফটওয়্যারের আন্দোলনটি এখনও ছোট এবং এর শৈশব সে অতিক্রম করেছে। কিন্তু সারা বিশ্বে রেডিও শ্রোতার সমর্থন পাওয়া রেডিওগুলোই দেখিয়ে দেয় যে, প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে অর্থ পরিশোধে বাধ্য না করেও একটি বিশাল কর্মসূচি চালানো সম্ভব।

বর্তমান যুগের একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারী হিসেবে আপনি নিজেকে উদ্ধার করবেন মালিকানাধীন সফটওয়্যারের শৃঙ্খলে। যদি আপনার একজন বন্ধু এর একটি কপি চায়, তবে তাকে প্রত্যাখ্যান করা ভুল হবে। অবশ্যই স্বত্বাধিকারের চেয়ে সহযোগিতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একজন ব্যক্তির অবশ্যই স্বাধীনভাবে উচ্চ সম্মানের জীবন কামনা করা উচিত। আর এর অর্থ হলো মালিকানাধীন সফটওয়্যারকে প্রত্যাখ্যান করা। যারা সফটওয়্যার ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে আপনি মুক্ত এবং উদারভাবে সহযোগিতার প্রত্যাশা অবশ্যই করতে পারেন। সফটওয়্যার কিভাবে কাজ করে তা জানার এবং আপনার ছাত্রদের তা শেখানোর অধিকার আপনার আছে। যখন সফটওয়্যারটি সমস্যা করবে তখন আপনার পছন্দের প্রোগ্রামারকে ডেকে সেটা ঠিক করানোর অধিকার অবশ্যই আপনার আছে।

অবশ্যই আপনি ফ্রি সফটওয়্যার পাওয়ার অধিকার রাখেন।